দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 19 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

সরকারী হস্তক্ষেপে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সংস্কার অপরিহার্য

দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নির্বাচন সম্পন্নের লক্ষ্যে, দীর্ঘদিনে পুঞ্জিভূত অরাজকতার জঞ্জাল নিরসনকল্পে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে সংস্কার পদক্ষেপগুলো হাতে নিয়েছে তা ইতোমধ্যেই অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। কতিপয় রাজনৈতিক-আমলা-ব্যবসায়ী বাটপার ছাড়া দেশের আপামর জনগণ এক বাক্যে এই অরাজকতা নির্মূলে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত। পাশাপাশি দেশের প্রবঞ্চিত হাজারোও জনতা বর্তমান সরকারের প্রতি দৃঢ় আশাবাদী যে, সরকার সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে একটি নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশ তৈরি করেই নির্বাচনী কাজে হাত দেবে।

ছোট বা মাঝারি নেতানেত্রীদের সাথে বড় বড় রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতানেত্রীরাও যদি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়ে পড়েন, তবে প্রচলিত নিয়মে তাঁদেরও উপযুক্ত বিচার দেশবাসী প্রত্যাশা করে।

জাতির পিতা তাঁর দীর্ঘ সংগ্রাম বহুল জীবনে একটি সুন্দর সমৃদ্ধিশালী দেশ বিনির্মাণে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা কতিপয় নেতানেত্রী, আমলা-ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসীদের কারণে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এটা কারও কাম্য নয়। দেশে স্বাধীনতা লাভের পর এ পর্যন্ত অন্যান্য সময়ে কম-বেশি দুর্নীতি-অনিয়ম যা হয়েছে বিদায়ী চারদলীয় জোট সরকার আমলে তা সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যা জনগণের জানতে ও বুঝতে বিন্দুমাত্রও বাকি থাকেনি। সকল সেক্টরের মতো বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও রাজনৈতিক উন্মাদনা ও চরম দলীয়করণের ফলে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম, অরাজকতা সৃষ্টির কারণে শিক্ষার একটি বিশাল অঙ্গনে কালো ছায়া তার ধ্বংসাত্মক থাবা বিস্তার করেছে।

একমাত্র মন্ত্রণালয় অডিটের সময় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাজানো গোছানোর হিড়িক পড়তে দেখা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবার কারণে যত রকমের সমস্যাই দেখা যাক না কেন সব কিছুই ম্যানেজ হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠান নবায়ন বলতে আমরা যা বুঝি তা কয়েক বছর পর পর এক কাড়ি টাকা শিক্ষা বোর্ডে উপঢৌকন দেয়া ছাড়া আর কিছুই না। কোম্পানি অডিট কোন সমস্যা বা মাথা ব্যথার কারণ হয়েছে কখনও এমন শোনা যায়নি। এই অডিটে যত সমস্যার কথাই চিহ্নিত করা হোক না কেন প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় পরিচালনা কমিটিকে রাজনৈতিক কারণে তার প্রতিকারে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না।

সর্বোপরি, প্রতিষ্ঠানপ্রধান সদস্য সচিবের পদে থাকার কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যত অনিয়মই ঘটে থাকুক তা 'জায়েজ' করে ফেলতে সময় লাগে না। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সিংহভাগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই এই ব্যাপক সেক্টরে জেঁকে বসা অনিয়ম, দুর্নীতি দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দূর করা অপরিহার্য কর্তব্য। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করা থেকে দূরে রাখতে হবে। সরকারী কর্ম-কমিশনের তত্ত্বাবধানে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের ব্যবস্থা; বছরে অন্তত একবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে মন্ত্রণালয় অডিট কোম্পানি অডিট ঘন ঘন এবং স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠানে মনোনীত কমিটিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ উন্নয়ন, আবাসন প্রভৃতি বিষয়ে তদারকির দায়িত্ব অর্পন করা অত্যন্ত জরুরী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টার এতদসংক্রান্ত চিন্তাবলী মাথায় রাখার জন্য সবিনয় নিবেদন করছি।

সরকার সাইফুল মাহমুদ

সহকারী অধ্যাপক
বাগুযাহাট ডিগ্রী কলেজ
বগুড়া।